১. ন্যানোগল্প কী

সাহিত্যে গল্প বলার একটি মৌলিক শর্ত হলো—অল্প কিংবা বেশি পরিসরে কোনো ঘটনা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা মানবিক দ্বন্দ্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে পাঠকের মনে একটি সম্পূর্ণ অর্থের জন্ম হয়। ন্যানোগল্প সেই গল্প বলার শিল্পেরই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপ। এখানে শব্দের পরিমাণ কম, কিন্ অর্থের পরিসর ছোটো হওয়া জরুরি নয়। বরং ন্যানোগল্পের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে—কত কম শব্দে কত বেশি অনুভূতি, অর্থ ও কল্পনার জায়গা তৈরি করা যায়।

'ন্যানো' শব্দটির অর্থ অতি ক্ষুদ্র। সেই অর্থে ন্যানোগল্প হলো ক্ষুদ্রায়তনের গল্প। তবে শুধু গল্পকে ছোটো করে ফেললেই তা ন্যানোগল্প হয়ে যায় না। একটি দীর্ঘ গল্পের কয়েকটি অনুচ্ছেদ কেটে ছোটো করে দিলে যেমন সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ন্যানোগল্প হয়ে ওঠে না, তেমনি কয়েকটি বাক্যে কোনো ঘটনা বর্ণনা করাও ন্যানোগল্পের সমার্থক নয়।

ন্যানোগল্পের নিজস্ব একটি নির্মাণকৌশল রয়েছে। এখানে লেখককে খুব অল্প পরিসরের মধ্যে গল্পের আবহ, চরিত্র, পরিস্থিতি, সংঘাত এবং তাৎপর্যকে ধারণ করতে হয়। অনেক সময় গল্পের একটি অংশ সরাসরি বলা হয়, আর বাকি অংশ পাঠকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে ন্যানোগল্পের শব্দ শেষ হয়ে গেলেও গল্পের অথ পাঠকের মনে চলতে থাকে।

একটি ন্যানোগল্পে হয়তো একজন বৃদ্ধ প্রতিদিন একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। গল্পে তাঁর অতীত বিস্তারিত বলা হলো না, দরজাটি কার তাও বলা হলো না। শুধু শেষ বাক্যে জানা গেল—"দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ হওয়ার পর কুড়ি বছর কেটে গেছে।" এই সামান্য তথ্যই পাঠকের মনে বহু প্রশ্ন তৈরি করতে পারে। দরজার ওপারে কে ছিল? কেন বৃদ্ধ অপেক্ষা করছেন? কী ঘটেছিল বিশ বছর আগে? গল্পের এই অনুচ্চারিত অংশই ন্যানোগল্পের শক্তি।

অতএব, ন্যানোগল্পের সংক্ষিপ্ততা কেবল শব্দসংখ্যার সংক্ষিপ্ততা নয়; এটি প্রকাশের সংক্ষিপ্ততা। এখানে লেখককে জানতে হয় কী বলা দরকার, কী না বললেও চলে এবং কোন কথাটি না বলাই বরং বেশি শক্তিশালী।

ন্যানোগল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর এককেন্দ্রিকতা। সাধারণত একটি অনুভূতি, একটি মুহূর্ত, একটি ঘটনা, একটি সম্পর্ক, একটি দ্বন্দ্ব কিংবা একটি উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে গল্পটি নির্মিত হয়। অনেক চরিত্র, একাধিক ঘটনা, দীর্ঘ সময়ের বিস্তার বা বিস্তৃত পটভূমি সাধারণত ন্যানোগল্পের জন্য উপযোগী নয়।

তবে ন্যানোগল্পকে 'অসম্পূর্ণ গল্প' ভাবা ভুল। এর পরিসর ছোটো হতে পারে, কিন্তু নির্মাণ যদি সফল হয়, তাহলে সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে।

সহজ ভাষায় বলা যায়—

ন্যানোগল্প হলো এমন গল্প, যেখানে শব্দের পরিমাণ ক্ষুদ্র হলেও গল্পের অনুভব, অর্থ ও প্রতিধ্বনি বৃহৎ হতে পারে।

২. ন্যানোগল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ

ন্যানোগল্পের ইতিহাসকে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময় বা একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা কঠিন। কারণ অল্প কথায় গভীর অর্থ প্রকাশের প্রবণতা সাহিত্যে বহু পুরোনো। লোককথা, উপকথা, রূপকথা, দৃষ্টান্তমূলক কাহিনি, ধর্মীয় উপাখ্যান কিংবা লোকজ গল্পের অনেক ক্ষেত্রেই খুব অল্প কথায় একটি ঘটনা বা শিক্ষা তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়।

তবে আধুনিক অর্থে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথাসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন মানুষের পাঠাভ্যাস, জীবনযাপন এবং যোগাযোগব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। আধুনিক মানুষের হাতে সময়

কমেছে, কিন্তু গল্পের প্রতি আগ্রহ কমেনি। বরং দ্রুত পড়া যায়, অথচ মনে দীর্ঘ সময় ধরে থেকে যায়—এমন রচনার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।

বিশ শতক ও একবিংশ শতকে ছোটোগল্প, ফ্ল্যাশ ফিকশন, মাইক্রোফিকশনসহ বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কথাসাহিত্যিক রূপ জনপ্রিয় হতে থাকে। ডিজিটাল মাধ্যমের বিস্তারের ফলে এই প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়। মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন সাহিত্যপত্র এবং ডিজিটাল প্রকাশনা মানুষের পড়ার ধরনকে পরিবর্তন করেছে। পাঠক এখন অনেক সময় দীর্ঘ রচনার পাশাপাশি এমন সাহিত্যও খোঁজেন, যা অল্প সময়ে পড়া যায় কিন্তু পড়ার পর চিন্তার জায়গা তৈরি করে।

এই পরিবর্তিত পাঠপরিবেশ ন্যানোগল্পের জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

বাংলা ভাষাতেও অতি সংক্ষিপ্ত গল্পধর্মী রচনার প্রতি আগ্রহ নতুন নয়। বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ছোটোগল্পের পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে গল্প বলার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। সমকালীন লেখালেখিতে অণুগল্প, অতিক্ষুদ্র গল্প, ক্ষুদ্রগল্প, মাইক্রোফিকশন ইত্যাদি নামে বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত গল্পচর্চা দেখা যায়।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—'ন্যানোগল্প' শব্দটির ব্যবহার ও সংজ্ঞা সর্বত্র একই নয়। বিভিন্ন লেখক, সাহিত্যিক গোষ্ঠী বা প্রকাশনা এর দৈর্ঘ্য ও বৈশিষ্ট্যকে ভিন্নভাবে নির্ধারণ করতে পারেন। তাই ন্যানোগল্পকে একটি কঠোর শব্দসংখ্যার খাঁচায় আবদ্ধ করার চেয়ে এর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও নির্মাণকৌশলকে গুরুত্ব দেওয়া বেশি যুক্তিসংগত।

প্রযুক্তির বিকাশ ন্যানোগল্পকে আরও নতুন সম্ভাবনা দিয়েছে। আগে একটি গল্প পাঠকের হাতে পৌঁছাতে পত্রিকা বা বইয়ের প্রয়োজন হতো; এখন একটি ছোটো গল্প মুহূর্তের মধ্যে হাজারো পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে। ফলে সংক্ষিপ্ত সাহিত্য শুধু পাঠের সুবিধার জন্য নয়, প্রকাশের গতির কারণেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তবে আধুনিক মাধ্যম ন্যানোগল্পের জন্ম দিয়েছে—এ কথা বলা ঠিক হবে না। আধুনিক মাধ্যম বরং অতি সংক্ষিপ্ত গল্পের বিস্তার ও জনপ্রিয়তাকে ত্বরান্বিত করেছে।

অর্থাৎ ন্যানোগল্পের বিকাশকে তিনটি ধারার সমন্বয় হিসেবে দেখা যায়—

অল্প কথায় গল্প বলার পুরোনো সাহিত্যিক প্রবণতা → আধুনিক সংক্ষিপ্ত কথাসাহিত্যের বিকাশ → ডিজিটাল যুগে তার দ্রুত বিস্তার।

৩. ন্যানোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য

ন্যানোগল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার সংক্ষিপ্ততা। কিন্তু সংক্ষিপ্ততা একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। একটি কার্যকর ন্যানোগল্পের মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

ক. সংক্ষিপ্ততা

ন্যানোগল্পে অল্প শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শব্দ কমানোই লক্ষ্য নয়; প্রয়োজনীয় শব্দ রেখে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দেওয়াই লক্ষ্য।

একটি বাক্য যদি গল্পের চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনা বা অর্থে কোনো অবদান না রাখে, তাহলে সেই বাক্য নিয়ে লেখককে প্রশ্ন করতে হবে—এটি কি সত্যিই দরকার?

ন্যানোগল্পে প্রতিটি শব্দের যেন একটি কাজ থাকে।

খ. এককেন্দ্রিকতা

একটি ন্যানোগল্প সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বা মুহূর্তকে ঘিরে তৈরি হয়। একই গল্পে প্রেম, রাজনীতি, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, শৈশব, যুদ্ধ এবং মৃত্যু—সবকিছু একসঙ্গে ঢোকানোর চেষ্টা করলে গল্পের ঘনত্ব নষ্ট হতে পারে। বরং একটি ছোটো মুহূর্তকে কেন্দ্র করে বড় অর্থ তৈরি করা ন্যানোগল্পের শক্তিশালী কৌশল।

গ. সীমিত চরিত্র

ন্যানোগল্পে সাধারণত খুব বেশি চরিত্রের প্রয়োজন হয় না। কখনো একটি চরিত্রই যথেষ্ট। কখনো দুজন চরিত্রের সম্পর্ক বা সংলাপের মধ্যেই পুরো গল্পটি প্রকাশ পায়।

চরিত্রের দীর্ঘ পরিচয় দেওয়ার সুযোগ না থাকায় তার একটি আচরণ, একটি বাক্য, একটি সিদ্ধান্ত বা একটি ছোটো প্রতিক্রিয়াই চরিত্রের পরিচয় বহন করতে পারে।

ঘ. তীব্রতা

ন্যানোগল্পের পরিসর ছোটো বলে এর আবেগ বা বক্তব্যকে ঘনীভূত হতে হয়। একটি দীর্ঘ গল্পে যে অনুভূতি ধীরে ধীরে তৈরি করা যায়, ন্যানোগল্পে সেটি কয়েকটি বাক্যের মধ্যেই তৈরি করতে হয়।

তাই ন্যানোগল্পের ভাষায় একটি ধরনের ঘনত্ব থাকা দরকার।

ঙ. ইঙ্গিতপূর্ণতা

ন্যানোগল্প সবকিছু ব্যাখ্যা করে না। বরং কিছু বিষয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে পাঠকের সামনে রেখে দেয়।

ধরা যাক, একজন নারী প্রতিদিন একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করেন। কেউ ফোন ধরে না। শেষ বাক্যে জানা গেল—"নম্বরটি বন্ধ হয়ে গেছে আট বছর আগে।"

এখানে লেখক নারীটির অতীত ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু পাঠক নিজের মতো করে গল্পটি সম্পূর্ণ করতে পারেন।

চ. অর্থের বিস্তার

গল্পের শব্দ যত কম, তার অর্থের পরিসর তত বেশি হওয়া ন্যানোগল্পের অন্যতম সাফল্য।

একটি ছোটো ঘটনা যদি পাঠককে পরিবার, মৃত্যু, একাকিত্ব, ভালোবাসা কিংবা সময় সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে, তাহলে গল্পটি তার ক্ষুদ্র আকার অতিক্রম করতে পেরেছে।

ছ. স্মরণীয় সমাপ্তি

ন্যানোগল্পের শেষ বাক্য অনেক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষ বাক্যটি গল্পের অর্থকে বদলে দিতে পারে, নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে পারে অথবা আগের ঘটনাগুলোকে নতুন আলোয় দেখাতে পারে।

তবে প্রতিটি ন্যানোগল্পে চমকপ্রদ 'টুইস্ট' থাকতেই হবে—এমন নয়। কখনো একটি নীরব সমাপ্তিই সবচেয়ে শক্তিশালী হতে পারে।

জ. পাঠকের অংশগ্রহণ

ন্যানোগল্প পাঠককে কেবল পাঠক হিসেবে রাখে না; অনেক সময় তাকে গল্পের সহ-নির্মাতায় পরিণত করে।

লেখক যতটুকু বলেন, পাঠক তার বাইরে আরও কিছু অনুমান করেন, অনুভব করেন এবং কল্পনা করেন। এই অংশগ্রহণ ন্যানোগল্পকে পাঠের পরেও জীবন্ত রাখে।

৪. ন্যানোগল্প ও অন্যান্য ছোটো রচনার পার্থক্য

ন্যানোগল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে—ন্যানোগল্প কি শুধু ছোটোগল্পের ছোটো সংস্করণ?

উত্তর হলো—না।

আকারে ছোটো হওয়া ন্যানোগল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হলেও এর নিজস্ব নির্মাণরীতি রয়েছে। তাই ন্যানোগল্পকে বুঝতে হলে ছোটোগল্প, অণুগল্প, ফ্ল্যাশ ফিকশন ও গদ্যকবিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক ও পার্থক্য বোঝা দরকার।

ন্যানোগল্প ও ছোটোগল্প

ছোটোগল্পে সাধারণত চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ, সংঘাত এবং সমাপ্তির জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি জায়গা থাকে। লেখক চরিত্রের পটভূমি বা ঘটনার বিকাশ কিছুটা বিস্তৃতভাবে দেখাতে পারেন।

ন্যানোগল্পে সেই সুযোগ অনেক কম। এখানে একটি মুহূর্ত বা একটি কেন্দ্রীয় ঘটনাকে ঘনীভূত করে তুলতে হয়।

ছোটোগল্প যেখানে একটি পথ ধরে পাঠককে নিয়ে যেতে পারে, ন্যানোগল্প অনেক সময় একটি দরজা খুলে দিয়ে পাঠককে তার ভেতরের জগৎ কল্পনা করতে দেয়।

ন্যানোগল্প ও অণুগল্প

'অণুগল্প' এবং 'ন্যানোগল্প' শব্দ দুটি অনেক ক্ষেত্রে কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। উভয়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র পরিসরে গল্প বলার প্রবণতা রয়েছে।

তবে কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যিক পরিসরে শব্দ দুটির আলাদা সংজ্ঞা থাকলে সেই সংজ্ঞা অনুসরণ করা উচিত। তাই বইয়ে ন্যানোগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার সময় লেখকের নিজস্ব অবস্থান পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ।

ন্যানোগল্প ও ফ্ল্যাশ ফিকশন

ফ্ল্যাশ ফিকশন একটি বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক ধারণা, যার মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত গল্পও থাকতে পারে। ন্যানোগল্পকে অনেক ক্ষেত্রে এই বৃহত্তর সংক্ষিপ্ত কথাসাহিত্যিক ধারার একটি ক্ষুদ্রতর বা বিশেষায়িত রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

তবে 'ফ্ল্যাশ ফিকশন' ও 'ন্যানোগল্প' সর্বক্ষেত্রে সমার্থক নয়। শব্দসংখ্যার পাশাপাশি গল্পের নির্মাণ, সাহিত্যিক পরিসর এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক ঐতিহ্যও বিবেচনা করতে হয়।

ন্যানোগল্প ও গদ্যকবিতা

গদ্যকবিতায় গল্পের উপাদান থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান লক্ষ্য সবসময় গল্প বলা নয়। সেখানে ভাষার সৌন্দর্য, চিত্রকল্প, অনুভূতি, প্রতীক ও কাব্যিক আবহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

ন্যানোগল্পে ভাষা কাব্যিক হতে পারে, কিন্তু তার কেন্দ্রে সাধারণত একটি গল্পগত ঘটনা, পরিস্থিতি, চরিত্র বা পরিবর্তন থাকে।

অর্থাৎ—

গদ্যকবিতা পাঠককে একটি অনুভূতির মধ্যে নিয়ে যেতে পারে; ন্যানোগল্প সাধারণত সেই অনুভূতির সঙ্গে একটি গল্পের মুহূর্তও নির্মাণ করে।

৫. ন্যানোগল্পের কাঠামো

ন্যানোগল্প ছোটো হলেও তার ভেতরে একটি অন্তর্নিহিত কাঠামো থাকে। সেই কাঠামো সব সময় প্রচলিত গল্পের মতো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু পাঠকের মনে গল্পের একটি গতি অনুভূত হয়।

একটি কার্যকর ন্যানোগল্পকে মোটামুটি পাঁচটি উপাদানে ভাবা যায়—

পরিস্থিতি → চরিত্র → সংঘাত/পরিবতন → উপলব্ধি বা মোড় → সমাপ্তি

এগুলো সব গল্পে সমানভাবে প্রকাশিত হবে না। কখনো একটি উপাদান সরাসরি থাকবে, অন্যটি থাকবে ইঙ্গিতে।

৫.১ পরিস্থিতি

গল্পটি কোথা থেকে শুরু হচ্ছে?

একজন মানুষ হাসপাতালের করিডরে বসে আছে।

একটি শিশু পুরোনো বাক্স খুলছে।

একজন বৃদ্ধ প্রতিদিন একই বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন।

এগুলোই গল্পের প্রাথমিক পরিস্থিতি।

৫.২ চরিত্র

এই পরিস্থিতির সঙ্গে কারা যুক্ত?

ন্যানোগল্পে চরিত্রের পূর্ণ জীবনকাহিনি বলার প্রয়োজন নেই। চরিত্রকে বোঝানোর জন্য তার একটি কাজ, একটি বাক্য কিংবা একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট হতে পারে।

৫.৩ সংঘাত বা পরিবর্তন

গল্পে কী বদল ঘটছে?

সংঘাত মানেই মারামারি বা বড় বিপর্যয় নয়। এটি হতে পারে—

- একটি সত্য প্রকাশ পাওয়া,
- কারও চলে যাওয়া,
- একটি সিদ্ধান্ত,
- একটি ভুল,
- একটি অপেক্ষা,
- একটি স্মৃতি,
- অথবা কোনো প্রত্যাশার ভেঙে যাওয়া।

৫.৪ মোড় বা উপলব্ধি

গল্পের এমন কোনো মুহূর্ত, যা পাঠকের আগের ধারণাকে বদলে দেয়।

তবে প্রতিটি ন্যানোগল্পে নাটকীয় মোড় থাকা বাধ্যতামূলক নয়। কখনো একটি উপলব্ধিই যথেষ্ট।

৫.৫ সমাপ্তি

ন্যানোগল্পের সমাপ্তি হতে পারে—

- চমকপ্রদ,
- আবেগঘন,
- ব্যঙ্গাত্মক,
- নীরব,
- ইঙ্গিতপূর্ণ,
- অথবা উন্মুক্ত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সমাপ্তিটি যেন গল্পের সঙ্গে ি কভাবে যুক্ত থাকে। শুধু পাঠককে চমকে দেওয়ার জন্য অপত্যাশিত তথ্য যোগ করলে গল্প কত্রিম হয়ে যেতে পারে।

কাঠামোর একটি উদাহরণ

ধরা যাক, গল্পের বিষয়—একজন বাবা তার মৃত সন্তানের ফোনে প্রতিদিন বার্তা পাঠান।

প্রথম বাক্যে পরিস্থিতি:

বাবা প্রতিরাতে ছেলের নম্বরে একটি করে বার্তা পাঠান।

এরপর সামান্য ইঙ্গিত:
কোনো উত্তর আসে না।
তারপর পরিবর্তন:
তবু তিনি লেখেন—"আজ তোমার মা তোমার প্রিয় রান্নাটা করেছে।"
শেষে:
ফোনটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি জানেন না, কাকে তিনি এতদিন বার্তা পাঠাচ্ছিলেন।
এখানে খুব অল্প পরিসরে একটি সম্পর্ক, একটি অভ্যাস, একটি অনুপস্থিতি এবং একটি গভীর আবেগ তৈরি হয়েছে।

৬. বিষয় নির্বাচন
ন্যানোগল্প লেখার ক্ষেত্রে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটি হলো—কী নিয়ে গল্পটি লেখা হবে?
ন্যানোগল্পের জন্য বিষয় নির্বাচন করতে গেলে লেখককে মনে রাখতে হবে, বড় বিষয় মানেই ভালো ন্যানোগল্প নয়। বরং বড় কোনো বিষয়কে একটি ছোটো মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলতে পারাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
উদাহরণ হিসেবে 'যুদ্ধ' একটি বিশাল বিষয়। কিন্তু পুরো যুদ্ধ নিয়ে ন্যানোগল্প লেখা কঠিন। তার বদলে যুদ্ধের মধ্যে একজন সৈনিকের পকেটে থাকা সন্তানের আঁকা একটি ছবি নিয়ে গল্প লেখা সম্ভব। 'দারিদ্র্য' একটি বিশাল সামাজিক বিষয়; কিন্তু মায়ের পেটে নিজের অংশের শেষ ভাতটি রেখে দেওয়া শিশুকে কেন্দ করে একটি ন্যানোগল্প তৈরি করা যেতে পারে।
অর্থাৎ—
বড় বিষয় নয়, বড় অর্থ বহন করতে পারে এমন ছোটো মুহূর্ত খুঁজে নিতে হবে।
বিষয় নির্বাচনের কয়েকটি কার্যকর ক্ষেত্র
সম্পর্ক
মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ন্যানোগল্পের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
যেমন—

- বাবা-মা ও সন্তান
- স্বামী-স্ত্রী
- প্রেম
- বন্ধুত্ব
- বিচ্ছেদ
- পুরোনো সম্পর্ক
- অপরিচিত মানুষের সাময়িক সম্পর্ক

স্মৃতি
একটি পুরোনো ছবি, চিঠি, ঘড়ি, পোশাক কিংবা একটি পরিচিত শব্দ থেকেও গল্প তৈরি হতে পারে।
অপেক্ষা
অপেক্ষা নিজেই একটি শক্তিশালী গল্পের পরিস্থিতি।
কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করছে—কিন্তু কেন?
এই 'কেন'-এর উত্তরই গল্পের গভীরতা তৈরি করতে পারে।

অনুপস্থিতি

অনেক সময় গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি গল্পে উপস্থিতই থাকে না। তার রেখে যাওয়া কোনো বস্তু, স্মৃতি বা অভ্যাসের মাধ্যমে তাকে অনুভব করা যায়।

দৈনন্দিন জীবন

ন্যানোগল্পের জন্য সবসময় অসাধারণ ঘটনা দরকার হয় না। একটি বাসযাত্রা, বাজারে যাওয়া, ফোন করা, দরজা খোলা, চিঠি পাওয়া—এমন সাধারণ ঘটনাও গভীর অর্থ বহন করতে পারে।

সামাজিক বাস্তবতা

সমাজের বৈষম্য, একাকিত্ব, প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, প্রজন্মের দূরত্ব, নগরজীবন ইত্যাদিও ন্যানোগল্পের বিষয় হতে পারে। তবে এখানে উপদেশ দেওয়ার বদলে গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি অনুভব করানো বেশি কার্যকর।

বিষয় নির্বাচনের একটি সহজ সূত্র

বিষয় নির্বাচন করার সময় নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করা যেতে পারে—

১. এখানে কী ঘটছে?

২. এই ঘটনার মধ্যে মানুষের কোন অনুভূতিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

৩. কোন একটি মুহূর্তে সেই অনুভূতিটিকে সবচেয়ে তীব্রভাবে দেখানো যায়?

যেমন—

বিষয়: একাকিত্ব

↓

ঘটনা: একজন বৃদ্ধ প্রতিদিন নিজের জন্য দুই কাপ চা বানান

↓

প্রশ্ন: তিনি দুই কাপ কেন বানান?

↓

গল্পের সম্ভাবনা: দ্বিতীয় কাপটি এমন একজনের জন্য, যিনি বহু বছর আগে মারা গেছেন

↓

কেন্দ্রীয় অনুভূতি: অভ্যাস, শূন্যতা ও স্মৃতি

এভাবেই একটি বিমূর্ত বিষয় একটি নির্দিষ্ট গল্পের মুহূর্তে পরিণত হয়।

সবশেষে মনে রাখা দরকার, ন্যানোগল্পের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ‘বড় কথা’ বলার চেয়ে ‘ছোটো ঘটনার মধ্যে বড় কথা দেখানো’ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন লেখক যদি একটি সাধারণ দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পান, যা অন্যেরা দেখেও দেখতে পায় না, তবে সেই দৃষ্টিই তার ন্যানোগল্পের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

অবশ্যই। আগের ১৬-এর ধারাবাহিকতায় ৭২০ অংশগুলো বইয়ে ব্যবহারযোগ্যভাবে লিখছি।

৭. চরিত্র নির্মাণ

গল্প যত ছোটো হয়, চরিত্র নির্মাণের কাজ তত কঠিন হয়ে ওঠে। দীর্ঘ গল্পে একজন চরিত্রের স্বভাব, অতীত, সম্পর্ক, চিন্তা ও পরিবর্তন বিস্তারিতভাবে দেখানোর সুযোগ থাকে। ন্যানোগল্পে সেই সুযোগ নেই। তাই এখানে চরিত্রকে দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে নয়, বরং একটি আচরণ, একটি সংলাপ, একটি সিদ্ধান্ত কিংবা একটি ছোটো ঘটনার মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলতে হয়।

ন্যানোগল্পের চরিত্রের পরিচয় দেওয়ার জন্য লেখককে সবকিছু বলতে হবে না। বরং পাঠককে কিছুটা অনুমান করার সুযোগ দিতে হবে।

ধরা যাক—

বৃদ্ধ লোকটি প্রতিদিন পার্কের একই বেঞ্চে বসতেন। বেঞ্চের পাশে আরেকটি চেয়ার খালি রাখতেন।

এখানে বৃদ্ধের সম্পর্কে সরাসরি খুব কম তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খালি চেয়ারটি পাঠকের মনে প্রশ্ন তৈরি করে। কার জন্য চেয়ারটি? কেন তিনি প্রতিদিন সেটি খালি রাখেন?

এই প্রশ্নই চরিত্রকে গল্পের সঙ্গে যুক্ত করে।

চরিত্রকে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ

"লোকটি খুব দয়ালু ছিল"—এভাবে বলার চেয়ে তার একটি কাজ দেখানো বেশি কার্যকর।

যেমন—

বাস থেকে নামার সময় বৃদ্ধ লোকটি নিজের ছাতাটি অপরিচিত ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন, "তোমারটা ভেঙে গেছে।"

এখানে 'দয়ালু' শব্দটি ব্যবহার না করেও চরিত্রটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

চরিত্রের সংখ্যা সীমিত রাখা

ন্যানোগল্পে সাধারণত চরিত্রের সংখ্যা কম রাখা ভালো। এক বা দুইজন চরিত্র দিয়েই অনেক গল্প বলা সম্ভব।

অতিরিক্ত চরিত্র যোগ করলে—

- গল্পের পরিসর বেড়ে যায়,
- পাঠকের মনোযোগ বিভক্ত হয়,
- চরিত্র পরিচয় করানোর জন্য অতিরিক্ত শব্দ লাগে,
- কেন্দ্রীয় ঘটনা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

তবে চরিত্রের সংখ্যা কম হওয়া কোনো কঠোর নিয়ম নয়। মূল বিষয় হলো—প্রতিটি চরিত্রের গল্পে একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা থাকা।

চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য

ন্যানোগল্পের চরিত্রকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখানোর জন্য তার জীবনের সব তথ্য দরকার নেই। বরং একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট হতে পারে।

কেউ সব সময় ঘড়ি দেখেন।

কেউ পুরোনো চিঠি জমিয়ে রাখেন।

কেউ প্রতিদিন মৃত স্ত্রীর জন্য খাবার সাজান।

কেউ অপরিচিত মানুষকে নিজের আসন ছেড়ে দেন।

এই ছোটো আচরণগুলোই চরিত্রের দরজা খুলে দেয়।

৮. ঘটনা ও সংঘাত

ন্যানোগল্পে ঘটনা খুব ছোটো হতে পারে, কিন্তু গল্পে কোনো না কোনো পরিবর্তন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু একটি দৃশ্য বর্ণনা করলেই সব সময় গল্প তৈরি হয় না।

উদাহরণ:

বৃষ্টি হচ্ছিল। একজন মানুষ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে রাস্তা ভিজে ছিল।

এটি একটি দৃশ্য। কিন্তু এখানে গল্পের পরিবর্তন বা সংঘাত খুব স্পষ্ট নয়।
এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয়—
বৃষ্টি হচ্ছিল। লোকটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দশ বছর পর আজ তার ছেলে বাড়ি ফেরার কথা।
তাহলে পাঠকের মনে অপেক্ষা তৈরি হয়।
আর যদি শেষে বলা হয়—
রাত বাড়ল। ছেলে এল না। সকালে লোকটি প্রথমবার জানালাটি বন্ধ করে দিল।
তাহলে দৃশ্যটি একটি গল্পে পরিণত হয়।
সংঘাত কী?
সংঘাত মানেই দুই ব্যক্তির ঝগড়া নয়। ন্যানোগল্পে সংঘাত হতে পারে—

- মানুষ বনাম মানুষ
- মানুষ বনাম নিজের মন
- মানুষ বনাম পরিস্থিতি
- মানুষ বনাম সময়
- মানুষ বনাম স্মৃতি
- মানুষ বনাম সামাজিক বাস্তবতা

একজন মানুষ নিজের পুরোনো চিঠি পুড়িয়ে ফেলতে চান, কিন্তু শেষ চিঠিটিতে হাত দিতে পারেন না—এটিও সংঘাত।
একজন মা সন্তানের পুরোনো ঘরটি খালি করতে চান, কিন্তু খেলনাটি সরাতে পারেন না—এটিও সংঘাত।
ঘটনা ছোটো, অর্থ বড়
ন্যানোগল্পে বড় ঘটনা ঘটানো জরুরি নয়। একটি ছোটো পরিবর্তনই যথেষ্ট।
একটি দরজা বন্ধ হওয়া।
একটি ফোন না ধরা।
একটি চিঠি খোলা।
একটি পুরোনো ছবি পাওয়া।
একটি পরিচিত নাম শোনা।
প্রশ্ন হলো—এই ছোটো ঘটনাটি চরিত্রের জীবনে কী পরিবর্তন আনছে?

৯. ভাষা ও শব্দের ব্যবহার
ন্যানোগল্পে ভাষা শুধু গল্প বলার মাধ্যম নয়; ভাষাই গল্পের পরিসর তৈরি করে। এখানে একটি অতিরিক্ত শব্দও কখনো গল্পের গতি কমিয়ে দিতে পারে।
তাই ন্যানোগল্প লেখার সময় লেখককে শব্দের প্রতি অত্যন্ত সচেতন হতে হয়।
অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দেওয়া
ধরা যাক—
সে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।
এখানে ‘ধীরে ধীরে’ এবং ‘আস্তে আস্তে’ একই ধরনের অর্থ বহন করছে। একটি বাদ দেওয়া যায়।
আরও সংক্ষিপ্তভাবে:

সে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সংক্ষিপ্ততা মানে অবশ্যই সব বাক্য ছোটো করতে হবে—এমন নয়। বরং যে বাক্য যতটুকু জায়গা দাবি করে, তাকে ততটুকুই জায়গা দেওয়া উচিত।

শক্তিশালী ক্রিয়া ব্যবহার

"সে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল"—এর বদলে অনেক ক্ষেত্রে "সে ছুটে গেল" বেশি কার্যকর।

ন্যানোগল্পে শক্তিশালী ক্রিয়া বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও গতিশীল করে।

সংলাপের ব্যবহার

সংলাপ ন্যানোগল্পে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি উপায়। কারণ একটি সংলাপ একই সঙ্গে চরিত্র, সম্পর্ক ও পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারে।

যেমন—

"তুমি আমাকে চিনতে পারছ?"

বৃদ্ধ লোকটি হাসলেন।

"তোমাকে ভুলব কীভাবে? তুমি তো আমার বাবা।"

মাত্র কয়েকটি বাক্যে সম্পর্কের একটি গভীরতা তৈরি হয়েছে।

তবে সংলাপ যেন কৃত্রিম না হয়। শুধু তথ্য দেওয়ার জন্য চরিত্রের মুখে তথ্য বসিয়ে দিলে গল্পের স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে পারে।

উপমা ও রূপক

ন্যানোগল্পে উপমা, রূপক ও প্রতীক ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অতিরিক্ত অলংকার গল্পকে ভারী করে ফেলতে পারে। প্রতিটি বাক্যকে কবিতা বানানোর চেষ্টা না করে গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করা ভালো।

১০. সমাপ্তির কৌশল

ন্যানোগল্পের ক্ষেত্রে শেষ বাক্যের গুরুত্ব অনেক। কারণ গল্পের পরিসর ছোটো হওয়ায় শেষ মুহূর্তটি অনেক সময় পুরো গল্পের অর্থকে নতুনভাবে প্রকাশ করে।

একটি ভালো সমাপ্তি পাঠককে গল্প শেষ হওয়ার পরও ভাবতে বাধ্য করে।

চমকপ্রদ সমাপ্তি

শেষে এমন তথ্য দেওয়া যেতে পারে, যা পাঠকের আগের ধারণাকে বদলে দেয়।

তবে চমক যেন গল্পের ভেতর থেকেই স্বাভাবিকভাবে আসে। শুধু শেষ লাইনে অপ্রত্যাশিত তথ্য যোগ করলেই ভালো টুইস্ট তৈরি হয় না।

আবেগঘন সমাপ্তি

কখনো কোনো চমক ছাড়াই শেষ বাক্য পাঠকের মনে আবেগ তৈরি করতে পারে।

যেমন—

ছেলেটি মায়ের পুরোনো আলমারি খুলে দেখল। ভেতরে তার স্কুলের প্রথম দিনের জামাটি এখনও ইস্ত্রি করা।

এখানে কোনো বড় ঘটনা নেই। কিন্তু স্মৃতি ও মায়ের ভালোবাসা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খোলা সমাপ্তি

গল্পের সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শেষ করাও একটি কৌশল।

এতে পাঠক নিজের মতো করে গল্পের পরবর্তী অংশ কল্পনা করতে পারেন।

নীরব সমাপ্তি

কখনো শেষ বাক্যটি খুব সাধারণ হতে পারে, কিন্তু তার পেছনে থাকে গভীর অর্থ।

ন্যানোগল্পের সমাপ্তির মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত:

"গল্প শেষ হওয়ার পর পাঠকের মনে কী থাকবে?"

যদি উত্তর হয়—"কিছুই না", তাহলে সমাপ্তি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

১১. ইঙ্গিত ও অন্তর্নিহিত অর্থ

ন্যানোগল্পের অন্যতম সৌন্দর্য হলো—সব কথা বলে না দিয়েও অনেক কথা বলা।

লেখক যদি পাঠককে সবকিছু বুঝিয়ে দেন, তাহলে পাঠকের কল্পনার জায়গা কমে যায়। অন্যদিকে অতিরিক্ত অস্পষ্টতাও গল্পকে দুর্বোধ্য করে তুলতে পারে।

তাই দরকার ইঙ্গিত ও স্পষ্টতার মধ্যে ভারসাম্য।

ধরা যাক—

টেবিলে দুটো প্লেট সাজানো ছিল।

বৃদ্ধ লোকটি একটিতে খাবার দিলেন।

অন্যটিতে শুধু পানি রাখলেন।

এখানে লেখক বলেননি কেন দ্বিতীয় প্লেটটি রাখা হয়েছে। পাঠক নিজেই অনুমান করতে পারেন।

ইঙ্গিতের শক্তি এখানেই।

কীভাবে ইঙ্গিত তৈরি করা যায়?

- কোনো বস্তু ব্যবহার করে
- কোনো আচরণের মাধ্যমে
- অসম্পূর্ণ সংলাপ দিয়ে
- নীরবতার মাধ্যমে
- পুনরাবৃত্ত কোনো কাজের মাধ্যমে
- পরিবেশের ছোটো বিবরণ দিয়ে

একটি পুরোনো জুতো, একটি বন্ধ ফোন, একটি খালি চেয়ার, একটি অসমাপ্ত চিঠি—এসব কখনো কখনো পুরো একটি অতীতের ইঙ্গিত দিতে পারে।

১২. শিরোনামের গুরুত্ব

ন্যানোগল্পের ক্ষেত্রে শিরোনাম শুধু গল্পের নাম নয়; এটি গল্পের অতিরিক্ত একটি বাক্য হিসেবে কাজ করতে পারে।

একটি ভালো শিরোনাম গল্পের অর্থ বাড়িয়ে দিতে পারে।

ধরা যাক, গল্পে একজন মানুষ প্রতিদিন একটি পুরোনো ফোনে কল করেন। গল্পের শিরোনাম যদি হয় 'বন্ধ নম্বর', তাহলে গল্প পড়ার আগেই পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন তৈরি হয়।

আবার শিরোনাম হতে পারে প্রতীকী—

'দ্বিতীয় কাপ'

গল্পে দ্বিতীয় কাপ চা কার জন্য, তা যদি শেষে জানা যায়, তাহলে শিরোনামটি নতুন অর্থ পায়।

ভালো শিরোনামের বৈশিষ্ট্য

একটি কার্যকর শিরোনাম—

- ছোটো হতে পারে,
- গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে,
- কৌতূহল তৈরি করতে পারে,
- গল্পের অন্য অর্থের দরজা খুলতে পারে,
- প্রতীক হিসেবে কাজ করতে পারে।

তবে শিরোনাম যেন গল্পের সব রহস্য আগেই প্রকাশ করে না দেয়।

১৩. ন্যানোগল্প লেখার ধাপে ধাপে পদ্ধতি

ন্যানোগল্প লেখা শুরু করার আগে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করলে কাজ সহজ হয়।

ধাপ ১: একটি ভাবনা নির্বাচন

প্রথমে একটি অনুভূতি, ঘটনা বা প্রশ্ন নির্বাচন করুন।

যেমন:

"একজন মানুষ কেন প্রতিদিন একটি খালি চেয়ার রেখে খায়?"

ধাপ ২: কেন্দ্রীয় প্রশ্ন তৈরি

গল্পের কেন্দ্রে একটি প্রশ্ন রাখুন।

চেয়ারটি কার জন্য?

ধাপ ৩: চরিত্র নির্ধারণ

কে গল্পের কেন্দ্র?

একজন বৃদ্ধ।

অথবা একজন মা।

অথবা একজন শিশু।

ধাপ ৪: সংঘাত নির্ধারণ

চরিত্রটি কী চায় এবং কী তাকে বাধা দিচ্ছে?

ধাপ ৫: শেষটি আগে ভাবুন

ন্যানোগল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময় আগে সমাপ্তি নির্ধারণ করে লেখা শুরু করা সুবিধাজনক।

ধাপ ৬: প্রথম খসড়া লিখুন

প্রথমবার লিখতে গিয়ে শব্দসংখ্যা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে গল্পটি লিখে ফেলুন।

ধাপ ৭: ছাঁটাই করুন

এবার প্রতিটি বাক্য নিয়ে প্রশ্ন করুন:

এই বাক্যটি কি সত্যিই দরকার?

যে বাক্য বাদ দিলে গল্পের অর্থ নষ্ট হয় না, সেটি বাদ দেওয়ার কথা ভাবুন।

ধাপ ৮: শেষ বাক্য পরীক্ষা করুন

শেষ বাক্যটি কি গল্পকে সম্পূর্ণ করছে?

নাকি শুধু গল্প থামিয়ে দিচ্ছে?

এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ।
ধাপ ৯: শিরোনাম দিন
গল্পের অর্থ বুঝে তারপর শিরোনাম নির্বাচন করলে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায়।
ধাপ ১০: জোরে পড়ুন
গল্পটি উচ্চস্বরে পড়ুন। কোথাও বাক্য ভারী লাগছে কি না, পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কি না, ছন্দ ভেঙে যাচ্ছে কি না—তা বোঝা সহজ হবে।

১৪. একটি ন্যানোগল্পের বিশ্লেষণ
ন্যানোগল্প লেখার কৌশল বোঝার অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হলো একটি গল্পকে ভেঙে দেখা।
উদাহরণ
শিরোনাম: শেষ চিঠি
ডাকপিয়ন প্রতিদিন বৃদ্ধ লোকটির দরজায় চিঠি রেখে যেত।
চিঠিগুলো কখনো খোলা হতো না।
একদিন ডাকপিয়ন জিজ্ঞেস করল, "চিঠিগুলো পড়েন না কেন?"
বৃদ্ধ বললেন, "ওর হাতের লেখা দেখলেই তো মনে হয়, সে এখনও বেঁচে আছে।"
বিশ্লেষণ
বিষয়: স্মৃতি ও প্রিয়জনের অনুপস্থিতি।
চরিত্র: বৃদ্ধ এবং ডাকপিয়ন।
ঘটনা: বৃদ্ধ নিয়মিত চিঠি পান।
সংঘাত: চিঠি পড়লে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে; না পড়লে স্মৃতিকে ধরে রাখা যায়।
ইঙ্গিত: চিঠির লেখক সম্ভবত আর জীবিত নেই।
সমাপ্তি: শেষ সংলাপটি পুরো ঘটনার আবেগগত অর্থ প্রকাশ করে।
শিরোনাম: 'শেষ চিঠি' গল্পটির স্মৃতি ও বিচ্ছেদের দিকটি আরও স্পষ্ট করে।
এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, গল্পটির শক্তি কোনো বড় ঘটনার মধ্যে নয়; বরং একটি ছোটো আচরণের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আবেগে।

১৫. সাধারণ ভুল
ন্যানোগল্প লিখতে গিয়ে নতুন লেখকেরা কয়েকটি ভুল প্রায়ই করেন।
অতিরিক্ত ব্যাখ্যা
লেখক যদি গল্পের প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করে দেন, তাহলে পাঠকের কল্পনার জায়গা থাকে না।
গল্পের বদলে ঘটনা বলা
"একজন লোক ছিল। তার স্ত্রী মারা গেল। সে খুব কষ্ট পেল"—এটি ঘটনা বলা।
গল্পের জন্য দরকার দৃশ্য, আচরণ, অনুভূতি ও পরিবর্তন।
কৃত্রিম চমক
শুধু পাঠককে চমক দেওয়ার জন্য শেষ লাইনে এমন তথ্য যোগ করা, যার কোনো পূর্ব ইঙ্গিত ছিল না, গল্পকে দুর্বল করতে পারে।

অতিরিক্ত আবেগ

দঃখের গল্প মানেই "সে খুব কাঁদল, খুব কষ্ট পেল"—এমন নয়। কখনো একটি ছোটো কাজই বেশি আবেগ তৈরি করতে পারে।

অপ্রয়োজনীয় অলংকার

প্রতিটি বাক্যে উপমা-রূপক ব্যবহার করলে গল্পের স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে পারে।

নীতিকথা চাপিয়ে দেওয়া

গল্পের শেষে "তাই আমাদের সবার উচিত..." ধরনের উপদেশ অনেক সময় সাহিত্যিক প্রভাব কমিয়ে দেয়। গল্প নিজেই কথা বলুক।

১৬. ন্যানোগল্পে মৌলিকত্ব

ন্যানোগল্প ছোটো হওয়ার কারণে মৌলিকতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অল্প জায়গায় লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হওয়া দরকার।

'বৃদ্ধ মানুষ একা', 'প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদ', 'মা ও সন্তানের সম্পর্ক'—এসব বিষয় নতুন নয়। কিন্তু একই বিষয়কে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়।

একজন বৃদ্ধ একা—এটি সাধারণ বিষয়।

কিন্তু—

বৃদ্ধ লোকটি প্রতিদিন বাজার থেকে এক কেজি চাল কিনতেন।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পরও তিনি পরিমাণটি কমাননি।

এখানে পরিচিত একাকিত্বকে একটি নির্দিষ্ট আচরণের মাধ্যমে নতুনভাবে দেখানো হয়েছে।

মৌলিকতার জন্য তাই শুধু নতুন বিষয় খোঁজার দরকার নেই। পুরোনো বিষয়কে নতুন চোখে দেখাও মৌলিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ।

১৭. সম্পাদনা ও পরিমার্জন

ন্যানোগল্পের প্রথম খসড়া খুব কম ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত রূপ পায়। বরং সম্পাদনার সময় গল্পের প্রকৃত শক্তি বেরিয়ে আসে। প্রথম খসড়ায় লেখক গল্পটি বলেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় খসড়ায় তিনি গল্পটিকে শিল্পিত করেন।

সম্পাদনার সময় লক্ষ্য করুন—

- কোনো বাক্য অপ্রয়োজনীয় কি না।
- একই কথা দুইবার বলা হয়েছে কি না।
- চরিত্রের আচরণ যথেষ্ট স্পষ্ট কি না।
- গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় দুর্বল হয়েছে কি না।
- শেষ বাক্য যথেষ্ট শক্তিশালী কি না।
- শিরোনাম গল্পের সঙ্গে সঠিকভাবে কাজ করছে কি না।
- কোথাও লেখক নিজেই পাঠকের হয়ে ব্যাখ্যা করে ফেলেছেন কি না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনা-পদ্ধতি হলো শব্দ কমানো।

প্রথম খসড়া যদি ২০০ শব্দের হয়, সেটিকে ১৫০ শব্দে নামানোর চেষ্টা করুন। তারপর দেখুন গল্পের অর্থ নষ্ট হয়েছে কি না। যদি না হয়ে থাকে, আরও কিছু শব্দ বাদ দেওয়া যায় কি না দেখুন।

তবে শব্দ কমানোই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। কখনো একটি অতিরিক্ত শব্দও গল্পের আবেগের জন্য অপরিহার্য হতে পারে।

১৮. অনুশীলন

ন্যানোগল্প লেখার দক্ষতা শুধু তত্ত্ব পড়ে অর্জন করা যায় না। নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন।

অনুশীলন ১: একটি ছবি থেকে গল্প

একটি ছবি নির্বাচন করুন। ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে, তার বাইরে কী ঘটেছিল বা কী ঘটতে পারে—তা নিয়ে একটি ন্যানোগল্প লিখুন।

অনুশীলন ২: ৫০ শব্দের গল্প

মাত্র ৫০ শব্দে একটি সম্পূর্ণ গল্প লেখার চেষ্টা করুন।

এর উদ্দেশ্য হলো শব্দ কমানো নয়; প্রয়োজনীয় শব্দ বেছে নেওয়া।

অনুশীলন ৩: একটি বাক্য থেকে গল্প

এই বাক্যটি দিয়ে শুরু করুন:

"দরজা খুলে সে দেখল, চিঠিটা এখনও বাইরে পড়ে আছে।"

এখন এর পেছনে একটি গল্প তৈরি করুন।

অনুশীলন ৪: তিনটি সমাপ্তি

একই গল্পের জন্য—

- চমকপ্রদ সমাপ্তি,
- আবেগঘন সমাপ্তি,
- খোলা সমাপ্তি

লিখুন।

এরপর তুলনা করুন কোনটি গল্পটির জন্য বেশি কার্যকর।

অনুশীলন ৫: ছাঁটাই

নিজের লেখা একটি ২০০ শব্দের গল্প নিয়ে সেটিকে ১০০ শব্দে নামান।

তারপর ৫০ শব্দে নামানোর চেষ্টা করুন।

এতে বোঝা যাবে কোন তথ্য গল্পের জন্য অপরিহার্য এবং কোনটি শুধু লেখকের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা।

১৯. উদাহরণ ও তুলনা

ন্যানোগল্প শেখানোর জন্য শুধু ভালো গল্প দেখানো যথেষ্ট নয়। একটি দুর্বল লেখা কীভাবে পরিমার্জনের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে পারে, সেটিও দেখানো দরকার।

দুর্বল সংস্করণ

রহিম একজন খুব ভালো মানুষ ছিল। সে তার মাকে খুব ভালোবাসত। তার মা অনেক বছর আগে মারা গিয়েছিল। রহিম তার মাকে খুব মনে করত এবং মায়ের কথা মনে পড়লে তার অনেক কষ্ট হতো। সে প্রতিদিন মায়ের ঘরে যেত এবং মাকে খুব মনে করত।

এখানে একই কথা বারবার বলা হয়েছে। লেখক পাঠককে বলে দিচ্ছেন—রহিম মাকে ভালোবাসে এবং কষ্ট পায়।

পরিমার্জিত সংস্করণ

মায়ের ঘরটি দশ বছর ধরে বন্ধ।

তবু রহিম প্রতি শুক্রবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে,
“মা, আমি এসেছি।”
এখানে অনেক কম শব্দে একই আবেগ আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।
কারণ দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক বলেননি যে রহিম মাকে ভালোবাসে। তিনি রহিমের একটি আচরণ দেখিয়েছেন।
এই পার্থক্যটি ন্যানোগল্প লেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:
বলে দেওয়া নয়—দেখিয়ে দেওয়া।

২০. ন্যানোগল্পের সম্ভাবনা

ন্যানোগল্প শুধু একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যিক রূপ নয়; এটি সমকালীন পাঠাভ্যাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি সম্ভাবনাময় গল্পধারা।
বর্তমান সময়ে মানুষ দ্রুত তথ্য গ্রহণ করছে। কিন্তু দ্রুততার যুগেও মানুষের গল্পের প্রয়োজন শেষ হয়নি। বরং অল্প সময়ে পড়া যায় এবং পড়ার পর মনে দীর্ঘ সময় ধরে থাকে—এমন সাহিত্য নতুন পাঠকের কাছে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করতে পারে।
ডিজিটাল প্রকাশনা, অনলাইন সাহিত্যপত্র, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং মোবাইলভিত্তিক পাঠের পরিবেশ ন্যানোগল্পের বিস্তারের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।
তবে ন্যানোগল্পের ভবিষ্যৎ শুধু ডিজিটাল মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়। বই, সাহিত্যপত্র, সংকলন, শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং সৃজনশীল লেখালেখির কর্মশালাতেও এর ব্যবহার সম্ভব।
ন্যানোগল্পের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হলো—এটি লেখককে সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীরতা খুঁজতে শেখায়।
একজন ন্যানোগল্পকারকে জানতে হয়—
কোন মুহূর্তটি গল্পের জন্য অপরিহার্য,
কোন শব্দটি রাখা দরকার,
কোন কথাটি না বলাই ভালো,
কোথায় গল্প থামাতে হবে,
এবং কীভাবে গল্প শেষ হওয়ার পরও পাঠকের মনে গল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।
এই কারণেই ন্যানোগল্পকে শুধু ছোটো গল্প বলা যথেষ্ট নয়। এটি এক ধরনের ঘনীভূত গল্পশিল্প—যেখানে গল্পের শরীর ছোটো, কিন্তু তার ছায়া অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।
উপসংহার
ন্যানোগল্পের মূল শিক্ষা এক কথায় বলা যায়—
গল্পের আকার ছোটো করা সহজ; গল্পকে ছোটো আকারে সম্পূর্ণ করে তোলা কঠিন।
একটি সফল ন্যানোগল্পে লেখক পাঠককে সবকিছু দেন না। তিনি যথেষ্টটুকু দেন—যাতে পাঠক বাকিটা নিজের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করতে পারেন।
তাই ন্যানোগল্পের প্রকৃত শক্তি শব্দের সংখ্যায় নয়; বরং শব্দের পর শব্দের বাইরে যে অর্থ জন্ম নেয়, সেখানে।

১০০টি ন্যানো গল্প

১. শেষ কথাটি

— মা, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ?
মা চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, “তুই তো কোনো অপরাধই করিসনি; আমি শুধু তোকে একটু বেশি ভালোবেসেছিলাম।”

২. এক লাইনের জীবন

জীবনভর সে বাড়ি বানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বুঝল, নিজের জন্য একটি ঘর বানানোর সময়ই তার হয়নি।

৩. ডায়েরির পাতা

১২ আগস্ট। আজ ছেলেটা প্রথমবার আমাকে ‘বাবা’ বলে ডাকল। ১৩ আগস্ট। আজ জানতে পারলাম, সে আমার ছেলে নয়, তবু কালকের ডাকটি আমার জীবনের সবচেয়ে সত্য শব্দ।

৪. বিজ্ঞপ্তি

হারানো বিজ্ঞপ্তি: একটি শৈশব হারিয়ে গেছে। সন্ধ্যার আগে যে পাবে, দয়া করে বড় হওয়ার আগেই ফিরিয়ে দিন।

৫. পুরস্কার

“আপনি জীবনের সেরা শিক্ষক,” বলল প্রাক্তন ছাত্রটি।
শিক্ষক হাসলেন, “তুই পাশ করেছিলি বলেই তো কথাটা আজ শুনতে পেলাম।”

৬. শেষ ট্রেন

ট্রেন ছেড়ে দিল। বৃদ্ধ লোকটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে হাত নাড়লেন।
মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, “বাবা, এবার সত্যিই তুমি ফিরবে তো?”

৭. পুরোনো জুতো

জুতাজোড়া এত পুরোনো যে কেউ কিনতে চাইল না। বৃদ্ধ বললেন, “ওগুলো বিক্রি করার মতো জিনিস নয়, ওগুলো আমার ছেলের প্রথম হাঁটার সাক্ষী।”

৮. প্রশ্ন

ছোট্ট মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, “দাদু, আকাশ এত বড়ো কেন?”
দাদু বললেন, “যাতে মানুষের ছোট ছোট দুঃখগুলো সেখানে হারিয়ে যেতে পারে।”

৯. হাসপাতালের করিডর

রাত তিনটায় ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। “আপনার ছেলে বেঁচে গেছে।”
বাবা মেঝেতে বসে শুধু বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ”; তারপর প্রথমবার নিজের কাঁধে হাত রেখে বুঝলেন, তিনি এতক্ষণ কাঁদছিলেন।

১০. ছবি

ছবিটিতে পাঁচজন মানুষ হাসছে। ছবির নিচে তারিখটি দেখে ছেলেটি হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।
সেদিনই ছিল তাদের পরিবারের শেষ পূর্ণ ছবি।

১১. অচেনা নম্বর

— আপনি কি রফিক সাহেব?
— জি।
— আপনার বাবা আজ মারা গেছেন।
লোকটি ফোন নামিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল; তারপর বুঝল, বাবা মারা গেছেন বিশ বছর আগে।

১২. শিরোনাম

“বৃদ্ধাশ্রমে একাকী মৃত্যু।”
খবরটি পড়ে ছেলে পত্রিকাটি ভাঁজ করল; খবরের নিচে ছাপা ছবিতে নিজের বাবাকে চিনতে পারল।

১৩. চিঠি

“প্রিয় বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।”
চিঠিটি লিখে ছেলে পোস্ট করল না; বাবা তো তিন বছর আগেই চলে গেছেন।

১৪. অসমাপ্ত

মেয়েটি লিখল, “আমি তোমাকে ভালোবাসি, কারণ...”
তারপর কলম থেমে গেল। কিছু অনুভূতির পরে আর কোনো ভাষা থাকে না।

১৫. এক মুঠো ভাত

মা নিজের থালা থেকে শেষ লোকমাটি ছেলের মুখে তুলে দিলেন।
ছেলে বলল, “তুমি খাবে না?”
মা হাসলেন, “আমি তো তোর মুখেই খেয়ে ফেললাম।”

১৬. আয়না

প্রতিদিন বৃদ্ধ লোকটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একজন অপরিচিত মানুষকে দেখতেন।
আজ আয়নাটি ভেঙে গেছে, কিন্তু তিনি প্রথমবার নিজের মুখ চিনতে পারলেন।

১৭. ভুল ঠিকানা

চিঠির ওপর লেখা ছিল, “যার কাছে আমার ক্ষমা পাওনা।”
পোস্টম্যান ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে চিঠিটি নিজের কাছেই রেখে দিলেন।

১৮. শেষ বেতন

মাসের শেষ দিনে শ্রমিকটি বেতন হাতে পেল। বাড়ি ফেরার পথে সব টাকা দিয়ে মায়ের ওষুধ কিনল।
পকেট খালি ছিল, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ সে।

১৯. একটি চেয়ার

ডাইনিং টেবিলে প্রতিদিন একটি চেয়ার খালি থাকে।
বাড়ির সবাই জানে, সেখানে বসার মানুষটি নেই; শুধু ছোট নাতিটি জানে না কেন দাদু তার সঙ্গে আর খেতে আসে না।

২০. নীরবতা

তাদের ঝগড়া হয়েছিল। দুজনেই ভেবেছিল, আগে অন্যজন কথা বলুক।
সকালে খবর এলো, একজন আর কোনোদিন কথা বলবে না।

২১. গাছটি

গাছ কাটতে গিয়ে কাঠুরে কুঠার থামিয়ে দিল।
গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে লেখা ছিল, “বাবা, তুমি ফিরে এলে আমাকে চিনতে পারবে।”

২২. স্কুলব্যাগ

পুরোনো স্কুলব্যাগটি পরিষ্কার করতে গিয়ে মা একটি শুকনো ফুল পেলেন।
ছেলে হেসে বলল, “ওটা ফেলো না মা, ওটাই ছিল আমার প্রথম প্রেম।”

২৩. শেষ ছবি

মা মারা যাওয়ার পর ছেলে তাঁর মোবাইল খুলল। সর্বশেষ ছবিটি ছিল ছেলের ঘুমন্ত মুখ।
তারিখটি ছিল মায়ের মৃত্যুর আগের রাত।

২৪. ভিক্ষুক

“এক টাকা দেবেন?”
লোকটি পকেট হাতড়ে বলল, “খুচরা নেই।”
ভিখারি হাসল, “আপনার কাছে টাকা নেই, আমার কাছে তবু আপনার জন্য দোয়া আছে।”

২৫. মোমবাতি

জন্মদিনে সবাই চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধা একা মোমবাতি জ্বালালেন।
একটি মোমবাতি নিভিয়ে ফিসফিস করে বললেন, “এটা তোমার জন্য, যে আজও আসোনি।”

২৬. খাতা

শিক্ষক পুরোনো খাতা খুলে দেখলেন, ছাত্রের লেখায় লাল কালিতে লিখেছিলেন, “আরও চেষ্টা করো।”
চল্লিশ বছর পর সেই ছাত্রের লেখা বইটি তাঁর টেবিলে; প্রথম পাতায় লেখা, “স্যার, আপনার ওই চারটি শব্দই আমাকে বাঁচিয়েছিল।”

২৭. নদী

নদী কাউকে ধরে রাখে না। মানুষ আসে, বসে, কাঁদে, চলে যায়।
শুধু নদীটি তাদের সব গোপন কথা নিজের স্রোতে বয়ে নিয়ে যায়।

২৮. বাবার মোবাইল

বাবার মৃত্যুর পর ফোনটি খুলে ছেলে দেখল, তার নামের পাশে লেখা— “আমার পৃথিবী।”
সেদিন প্রথমবার সে নিজের নামটিকে এত ভারী মনে করল।

২৯. এক টুকরো আকাশ

বন্দি প্রতিদিন জানালার ছোট ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখত।
মুক্তির দিন সে বিশাল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বুঝল, স্বাধীনতারও একটি গন্ধ আছে।

৩০. অপেক্ষা

বাসস্ট্যান্ডে বৃদ্ধা এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন।
শেষ বাস চলে গেলে তিনি বাড়ি ফিরলেন; কারণ অপেক্ষা করার মানুষটি বহু বছর আগে মারা গেছে।

৩১. তিনটি শব্দ

বাবা জীবনে ছেলেকে তিনটি শব্দই বলেছিলেন, “মানুষ হোস বাবা।”
ছেলে সারাজীবন অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু সেই তিনটি শব্দের যোগ্য হতে পারেনি।

৩২. পকেট

মৃত মানুষের পকেটে টাকা ছিল না।
ছিল একটি কাগজ, তাতে লেখা, “আজ ছেলের সঙ্গে দেখা করব।”

৩৩. ভাঙা পুতুল

মেয়েটি পুতুলটি ভেঙে গেলে কাঁদতে লাগল।
দাদি বললেন, “ভাঙা জিনিসেরও যত্ন নিতে হয়”; কথাটা শুনে তিনি নিজের ভাঙা জীবনটির দিকে তাকালেন।

৩৪. শেষ ফোন

— মা, আমি আজ একটু দেরি করব।
— ঠিক আছে বাবা, খেয়ে আসিস।
সেই কথোপকথনটিই ছিল মায়ের সঙ্গে ছেলের শেষ কথা।

৩৫. এক কাপ চা

চায়ের দোকানদার প্রতিদিন বৃদ্ধের জন্য এক কাপ চা রেখে দিতেন।
বৃদ্ধ মারা যাওয়ার পরও দোকানদার কাপটি সাজিয়ে রাখতেন; অভ্যাসেরও কখনো কখনো শোক থাকে।

৩৬. নীল ফিতা

মেয়েটি চুলে নীল ফিতা বাঁধতে ভালোবাসত।
মা মারা যাওয়ার পরও প্রতিটি জন্মদিনে সে নিজের চুলে নীল ফিতা বাঁধে, যেন মায়ের হাতটি এখনও মাথার কাছে আছে।

৩৭. পুরোনো রেডিও

রেডিওটি ত্রিশ বছর ধরে নষ্ট।
বাবার মৃত্যুর রাতে হঠাৎ সেটি চালু হয়ে তাঁর প্রিয় গানটি বাজল; ছেলে যন্ত্রটি সারাল না।

৩৮. শেষ চিঠি

চিঠির শেষ লাইনে লেখা ছিল, “ফিরে এসো।”
ছেলেটি ফিরল, কিন্তু বাড়িতে তখন শুধু সেই চিঠিটিই ছিল।

৩৯. জয়

ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।
ফলাফল হাতে নিয়ে সে সবার আগে কবরস্থানে গেল, কারণ তার সবচেয়ে বড় দর্শকটি আর জীবিত নেই।

৪০. দাগ

মেয়েটি মুখের দাগটি লুকিয়ে রাখত।
বিয়ের দিন স্বামী বলল, “এই দাগটা না থাকলে তোমাকে আমি চিনতাম কীভাবে?”

৪১. ভোর

বৃদ্ধ লোকটি প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে উঠে বসতেন।
নাতি একদিন জিজ্ঞেস করল, “এত সকালে ওঠো কেন?” তিনি বললেন, “যতদিন ভোর দেখি, ততদিন বুঝি আমি এখনও আছি।”

৪২. ছাতা

অচেনা ছেলেটি মেয়েটিকে ছাতার নিচে নিয়ে হাঁটল।
বৃষ্টি থামতেই ছেলেটি নিজের পথ ধরল; প্রেমের সব গল্পের শেষ বিয়েতে হয় না।

৪৩. সংবাদপত্র

প্রথম পাতায় তার নিজের মৃত্যুসংবাদ দেখে বৃদ্ধ চমকে উঠলেন।
নিচে ছোট করে লেখা ছিল, “ভুলবশত প্রকাশিত”; তিনি পত্রিকাটি রেখে দিলেন, কারণ ওই দিন থেকেই তিনি সত্যি করে বাঁচতে শুরু করলেন।

৪৪. দরজা

বৃদ্ধা প্রতিদিন দরজা খুলে বলতেন, “এসেছিস?”
দরজার ওপাশে কেউ থাকত না, কিন্তু তাঁর স্মৃতি প্রতিদিন একই সময়ে ফিরে আসত।

৪৫. পুরস্কার বিতরণী

ছাত্রটি মঞ্চে উঠে পুরস্কার নিল।
তারপর মাইক্রোফোনে বলল, “স্যার, এই পুরস্কারটা আমার বাবার; তিনি নিজের পড়াশোনা বন্ধ করে আমাকে পড়িয়েছেন।”

৪৬. একটি ভুল

জীবনে সে অসংখ্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
শুধু মাকে শেষবার ফোন না করার ভুলটি কোনো সাফল্য দিয়ে মুছে ফেলতে পারেনি।

৪৭. পাখি

খাঁচার দরজা খুলে দিল শিশুটি।
পাখিটি উড়ে গেল; শিশুটি বুঝল, ভালোবাসা মানে কখনো কখনো কাউকে নিজের কাছ থেকে মুক্ত করে দেওয়া।

৪৮. পুরোনো বাড়ি

বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল।

শেষবার দরজা বন্ধ করার আগে বৃদ্ধা দেয়ালে হাত রেখে বললেন, “তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আমি তোমাকে স্মৃতি দিলাম।”

৪৯. ডাকপিয়ন

ডাকপিয়নটি অবসর নিলেন।
শেষ দিনেও তিনি একটি চিঠি পৌঁছে দিলেন, তারপর বুঝলেন, নিজের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি তিনি কখনো পাননি।

৫০. অন্ধকার

বিদ্যুৎ চলে গেলে শিশুটি মাকে জড়িয়ে ধরল।
মা বললেন, “ভয় পাস না, আমি আছি”; শিশুটি জানত না, মায়ের এই কথাটিই তার জীবনের সবচেয়ে বড় আলো।

৫১. একটি ফুল

ছেলেটি প্রতিদিন কবরের ওপর একটি ফুল রাখত।
একদিন ফুল আনতে ভুলে গেল; কবরের পাশে বসে বলল, “আজ ফুল নেই মা, তবে আমি এসেছি।”

৫২. মাটির গন্ধ

বিদেশ থেকে ফিরে সে গ্রামের মাটিতে পা রাখল।
মা বললেন, “বাড়ি চিনতে পেরেছিস?” সে বলল, “মাটিই আগে আমাকে চিনেছে।”

৫৩. চিঠি লেখা মেয়ে

মেয়েটি প্রতিদিন বাবাকে চিঠি লিখত।
বাবা ছিলেন পাশের ঘরেই; তবু কথা বলতে না পারা মেয়েটির কাছে কাগজই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ মানুষ।

৫৪. ঘড়ি

ঘড়িটি থেমে আছে রাত ১১টা ১৭ মিনিটে।
বৃদ্ধ জানেন, সময় থামেনি; তাঁর জীবনের একটি মুহূর্ত শুধু আর এগোয়নি।

৫৫. শেষ রুটি

দুজনের জন্য একটি রুটিই ছিল।
স্বামী বললেন, “তুমি খাও”; স্ত্রী বললেন, “তুমি খাও।” শেষে দুজনেই না খেয়ে রুটিটা তাদের ক্ষুধার্ত শিশুটিকে দিলেন।

৫৬. নতুন জামা

ঈদের নতুন জামা পেয়ে শিশুটি বলল, “মা, বাবার জন্যও কিনেছ?”
মা হাসলেন; বাবার জন্য জামাটি প্রতি ঈদেই কেনা হয়, শুধু পরার মানুষটি আর নেই।

৫৭. নাম

বৃদ্ধাশ্রমে সবাই তাকে ‘দাদু’ বলে ডাকত।
একদিন একজন ছেলে এসে বলল, “বাবা”; বৃদ্ধটি প্রথমে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কাঁদলেন।

৫৮. শেষ বেঞ্চ

শেষ বেঞ্চের দুরন্ত ছেলেটি একদিন স্কুলে এল না।
বছর শেষে শিক্ষক জানতে পারলেন, সে কাজ করতে শহরে চলে গেছে; শিক্ষক তার খাতায় লিখলেন, “তুই অনুপস্থিত নোস, তুই শুধু অন্য জীবনের ক্লাসে আছিস।”

৫৯. অপেক্ষার চেয়ার

রেলস্টেশনে একটি চেয়ার সব সময় খালি থাকে।
কেউ জানে না, এক বৃদ্ধ সেখানে বসে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে মারা গিয়েছিলেন।

৬০. ছোট্ট হাত

বাবার হাত ধরে শিশুটি রাস্তা পার হলো।
বহু বছর পর একই বাবা লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; এবার ছেলে তাঁর হাত ধরল।

৬১. শেষ প্রশ্ন

মৃত্যুর আগে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করা হলো, “আপনার কোনো আফসোস আছে?”
তিনি বললেন, “আছে, যাদের ভালোবাসতাম তাদের বলার সময় পাইনি যে আমি তাদের ভালোবাসি।”

৬২. বইয়ের ভাঁজ

পুরোনো বইয়ের একটি পাতায় ভাঁজ করা কাগজ পেল ছেলে।
তাতে লেখা, “তুমি এই বইটি পড়লে বুঝবে, আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি বোকা ছিলাম।”

৬৩. কাক

বৃদ্ধ প্রতিদিন একটি কাককে খাবার দিতেন।
তিনি মারা যাওয়ার পর কাকটি কয়েকদিন জানালায় বসে রইল; মানুষ ভুলে গেলেও প্রাণীরা কখনো কখনো মনে রাখে।

৬৪. অচেনা উপকার

ভিড়ের মধ্যে একজন লোক তার ব্যাগটি তুলে দিল।
বছর পরে একই মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ালেন; প্রথম উপকারটি ছিল ছোট, কিন্তু সম্পর্কটি হয়ে গেল বিশাল।

৬৫. মায়ের চশমা

ছেলে মায়ের চশমা পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল।
পৃথিবী ঝাপসা হয়ে গেল, কিন্তু মায়ের চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখার অর্থ সে সেদিন বুঝল।

৬৬. একটি প্রশ্ন

“তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও?”
শিশুটি বলল, “বাবার মতো।” শিক্ষক হাসলেন; শিশুটি জানত না, বাবা কোনো বড় পদে নেই, শুধু খুব ভালো মানুষ।

৬৭. ভাঙা সেতু

সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় দুই গ্রামের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল।
দুই বৃদ্ধ নদীর দুই পারে বসে হাত নাড়তেন; মানুষের তৈরি সেতু ভাঙে, মানুষের মন সব সময় নয়।

৬৮. একা ঘর

ঘরে চারটি চেয়ার, চারটি প্লেট, চারটি বালিশ।
মানুষ একজন; স্মৃতি তিনজন।

৬৯. শেষ গান

গায়ক মঞ্চে শেষ গানটি গাইলেন।
শ্রোতারা হাততালি দিল, কিন্তু তিনি জানতেন, সামনের সারিতে বসা মায়ের জন্যই এত বছর গান গেয়েছেন।

৭০. দেরি

“তুই এত দেরি করলি কেন?”
“রাস্তা অনেক দূর ছিল বাবা।”
বাবা হাসলেন, “আমি তো সারাজীবন দরজায় দাঁড়িয়েই ছিলাম।”

৭১. একটি চিঠির খাম

খামের ওপর প্রাপকের নাম ছিল না।
ভেতরে লেখা, “যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তার জন্য”; মা চিঠিটি পড়ে ছেলের দিকে তাকালেন।

৭২. খালি দোলনা

দোলনাটি বাতাসে দুলছিল।
মা জানতেন, শিশুটি আর ফিরবে না; তবু প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি দোলনাটিকে একটু ঠেলে দিতেন।

৭৩. পুরোনো সাইকেল

সাইকেলটি চালাতে চালাতে ছেলে পড়ে গেল।
বাবা দূর থেকে বললেন, “উঠে দাঁড়া”; ত্রিশ বছর পর বাবার মৃত্যুশয্যাতেও সেই একই কথা ছেলের মনে বাজছিল।

৭৪. শেষ টাকা

মানুষটি পকেট থেকে শেষ একশ টাকা বের করল।
অর্ধেক দিয়ে খাবার কিনল, অর্ধেক একজন অপরিচিতকে দিল; সেদিন সে দরিদ্র ছিল, কিন্তু একা ছিল না।

৭৫. রঙ

চিত্রশিল্পী সারা জীবন রঙ এঁকেছেন।

মৃত্যুর আগে বললেন, “সবচেয়ে সুন্দর রঙটি আমি কখনো আঁকতে পারিনি”; ছাত্র জিজ্ঞেস করল, “কোনটি?” তিনি বললেন, “মায়ের মুখের রঙ।”

৭৬. জানালা

জানালার ওপাশে প্রতিদিন একটি ছেলে দাঁড়াত।
বৃদ্ধা ভাবতেন সে ফুল দেখতে আসে; পরে জানলেন, ছেলেটি শুধু বৃদ্ধার একাকিত্বটুকু দেখতে আসত।

৭৭. উত্তরাধিকার

বাবা কিছু জমি, টাকা বা বাড়ি রেখে যাননি।
শুধু একটি বাক্য রেখে গেছেন: “অন্যায় করে বড় হোস না।”

৭৮. শেষ দেখা

স্টেশনে বিদায়ের সময় মা বললেন, “নিজের খেয়াল রাখিস।”
ছেলে হাসল; পরে বহু বছর ধরে সেই একটি বাক্যই তার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে রইল।

৭৯. চুপচাপ মেয়ে

মেয়েটি কখনো কারও সঙ্গে নিজের দুঃখের কথা বলত না।
বিয়ের দিন তার ডায়েরি খুলে মা দেখলেন, প্রতিটি পাতায় শুধু একটি বাক্য: “আজও আমি ভালো আছি।”

৮০. এক টুকরো রুটি

রুটির দোকানে শিশুটি দাঁড়িয়ে ছিল।
দোকানি জিজ্ঞেস করল, “কত টাকার?” শিশুটি বলল, “যত টাকায় একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে হাসানো যায়।”

৮১. ছেঁড়া পতাকা

বৃদ্ধটি ছেঁড়া পতাকাটি যত্ন করে ভাঁজ করলেন।
নাতি বলল, “নতুন একটা কিনে দিই?” তিনি বললেন, “এটার ভাঁজে আমার যৌবন আছে।”

৮২. হারানো মানুষ

পুলিশ জিজ্ঞেস করল, “লোকটির কোনো পরিচয়?”

বৃদ্ধা বললেন, “সে আমার স্বামী”; তারপর এমন একটি নাম বললেন, যা তাঁর স্বামী ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানত না।

৮৩. শেষ পৃষ্ঠা

বইটির শেষ পৃষ্ঠা ছিল সাদা।
পাঠক ভাবল, ছাপার ভুল; লেখক আসলে সেখানে পাঠকের নিজের গল্পের জন্য জায়গা রেখেছিলেন।

৮৪. পুরোনো স্কুলঘর

ভাঙা স্কুলঘরের দেয়ালে এখনও লেখা, “জ্ঞানই শক্তি।”
ভেতরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ শিক্ষক ভাবলেন, শক্তি না থাকলেও ওই কথাটি আজও টিকে আছে।

৮৫. মায়ের কণ্ঠ

মোবাইলে পুরোনো ভয়েস মেসেজটি শুনল সে।
মাত্র সাত সেকেন্ডের রেকর্ডিং: “বাবা, খেয়ে নিস”; সাত সেকেন্ডেই তার চোখ ভিজে গেল।

৮৬. দুই বৃদ্ধ

দুজন বৃদ্ধ প্রতিদিন পার্কে বসতেন।
একজন কম দেখতেন, অন্যজন কম শুনতেন; তবু তাদের বন্ধুত্বে কোনো ভুল বোঝাবুঝি ছিল না।

৮৭. একটি বেলুন

শিশুটির হাত থেকে বেলুনটি আকাশে উঠে গেল।
সে কাঁদছিল; বাবা বললেন, “কিছু জিনিস হারায় না, শুধু আমাদের হাতের বাইরে চলে যায়।”

৮৮. অপেক্ষার শেষ

বিশ বছর পর সে বাড়ি ফিরল।
দরজা খুলে দেখল, কেউ নেই; টেবিলে শুধু একটি চিঠি: “জানতাম তুই একদিন ফিরবি।”

৮৯. নীরব বাবা

ছেলে বলত, বাবা তাকে ভালোবাসেন না।

বাবা কোনো উত্তর দিতেন না; মৃত্যুর পর ছেলে তাঁর ব্যাংক হিসাব দেখে জানল, নিজের জন্য বাবা কখনো একটি টাকাও রাখেননি।

৯০. বৃষ্টির দিন

বৃষ্টিতে ভিজে ছেলেটি বাড়ি ফিরল।
মা বকতে বকতে তোয়ালে দিলেন; বহু বছর পর সেই বকুনি মনে পড়ে ছেলেটি বুঝল, পৃথিবীতে এমনও ভালোবাসা আছে যার ভাষা রাগ।

৯১. শেষ উপহার

মা বলেছিলেন, “তোর জন্য কিছু রেখে যেতে পারলাম না।”
মৃত্যুর পর ছেলে তাঁর আলমারিতে নিজের শৈশবের প্রতিটি জন্মদিনের কার্ড পেল।

৯২. পথের কুকুর

কুকুরটি প্রতিদিন একই রাস্তার মোড়ে বসে থাকত।
লোকেরা জানত না, সেই মোড়েই তার মালিক শেষবার তাকে বলেছিলেন, “অপেক্ষা কর, আমি আসছি।”

৯৩. ঘুড়ি

ছেলেটি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে বাবাকে বলল, “দেখো!”
বাবা তখন পৃথিবীতে ছিলেন না; তবু ছেলেটি জানত, আকাশের ওপারে কেউ একজন দেখছেন।

৯৪. একটি নামমাত্র

বৃদ্ধাশ্রমের ফর্মে লেখা ছিল, নিকটাত্মীয়: কেউ নেই।
বৃদ্ধা নিচে ছোট করে লিখলেন, “একজন ছিল; সে এখন ব্যস্ত।”

৯৫. ভুলে যাওয়া

মা বারবার একই কথা বলতেন।
ছেলে বিরক্ত হতো; পরে বুঝল, মা কথাগুলো ভুলে যাচ্ছেন, কিন্তু ছেলেকে ভালোবাসার অভ্যাসটি ভুলতে পারেননি।

৯৬. শেষ বিকেল

সূর্য ডুবছিল।
বৃদ্ধ দম্পতি পাশাপাশি বসে ছিল; কেউ কথা বলছিল না, কারণ পঞ্চাশ বছরের সংসারে কিছু নীরবতা শব্দের চেয়েও পূর্ণ।

৯৭. দরজার সামনে

ভিক্ষুকটি প্রতিদিন একই বাড়ির সামনে বসত।
একদিন বাড়ির মালিক বললেন, “আজ কিছু দিতে পারব না।” ভিক্ষুক হাসল, “আপনি প্রতিদিন দরজা খুলে কথা বলেন, সেটাই তো দেন।”

৯৮. বাবা হওয়া

ছেলেটি প্রথমবার নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে ভয় পেয়ে গেল।
হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল; সেদিন সে বুঝল, বাবা হওয়ার আগে প্রত্যেক বাবা আসলে একজন ভীত মানুষই থাকে।

৯৯. গল্পের বাইরে

লেখক গল্পটি শেষ করতে পারছিলেন না।
শেষে লিখলেন, “তারপর তারা সুখে বসবাস করতে লাগল”; জানালার বাইরে তাকিয়ে তিনি নিজেই হেসে ফেললেন, কারণ বাস্তব জীবনে সুখ কখনো এত সহজে শেষ হয় না।

১০০. শেষ শব্দ

বৃদ্ধ লেখক মৃত্যুর আগে কাগজে একটি শব্দ লিখলেন।
শব্দটি ছিল— “মা।”
তারপর কলমটি হাত থেকে পড়ে গেল; গল্প শেষ হলো, কিন্তু পাঠকের চোখে গল্পটি তখনই শুরু হলো।